প্রথম আলো

তারিখ 17 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফল প্রকাশ

৪৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ ভর্তি হতে চায় না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকা গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশ করেন।

আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা মুঠোফোনে খুদে বার্তার (এসএমএস) পাশাপাশি www.xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে এই ফল জানতে পারবে।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা এসএমএসের পাশাপাশি www.xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পারবে

এবারে আবেদনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মোট ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হতে চায়নি। এগুলোতে ভর্তির জন্য একটি আবেদনও জমা পড়েনি। গতবার এমন প্রতিষ্ঠান ছিল ১৩৯টি। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেনি। গতবার এই সংখ্যা দেড় লাখের বেশি ছিল।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ছিল ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৫ জন। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ জন। এবার মোট ভর্তিযোগ্য কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৯ হাজার ৮৫টি। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫২৭টি কলেজ, ২ হাজার ৭০১টি মাদ্রাসা ও ১ হাজার ৮৫৭টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৬টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১০টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজে কোনো শিক্ষার্থী আবেদন করেনি। দুটি কলেজের মধ্যে একটি ঢাকা বোর্ডের অধীন ময়মনসিংহের বাবর রাবেয়া নগর কলেজ ও রাজশাহী বোর্ডের অধীন কলেজটি হলো পাবনার শহীদ স্মরণিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

এ বিষয়ে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক আশফাকুস সালেহীন *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা বোর্ডের অধীন কলেজটি একেবারেই নতুন। শেষ সময়ে এসে অনুমোদন পেয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ভর্তিযোগ্য আসন আছে ২১ লাখ ১৪ হাজার ২৫৬টি। অর্থাৎ যত শিক্ষার্থী পাস করেছে, তার চেয়ে প্রায় সাত লাখ আসন বেশি আছে। তবে এটা ঠিক যে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম।

যেভাবে, যখন ভর্তি : শিক্ষার্থীদের ১৮ থেকে ২২ জুনের মধ্যে নির্বাচিত কলেজে ভর্তি হতে হবে।

ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, এবার কলেজগুলোর যত আসন, ততজনকে নির্বাচিত করে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো শিক্ষার্থী হয়তো কয়েকটি কলেজেও ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এসব শিক্ষার্থী ১৮ থেকে ২২ জুনের মধ্যে যেকোনো কলেজে ভর্তি হতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হয়তো একজন শিক্ষার্থী প্রথমে সিটি কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিল, নির্বাচিত ঢাকা কলেজে ভর্তি হবে, সে সুযোগও সে পাবে। তবে প্রথমবার যে কলেজে ভর্তি হয়েছিল, সেটি বাতিল করতে হবে। এভাবে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তির পর আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিতদের ভর্তি ২৫ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত হবে।

বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হওয়া যাবে ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত। আর একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কলেজে ভর্তির সময় কেউ বাধা সৃষ্টি করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইচ্ছামতো কেউ বাণিজ্যও করতে পারবে না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।